বর্ণপরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ।

সংযুক্ত বর্ণ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।

রিসিভারের সংস্করণ।

প্রকাশক—প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স,
২২।৫ B নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

১৯৩০

মূল্য /১০ ছয় পয়সা।

বিদ্যাসাগর প্রণীত সকল পুস্তকে স্বত্বাধিকারীর
সহি ছাপ থাকিবে।

———*———

সেণ্ট্রালটেক্সট্‌বুক্ কমিটীর অনুমোদিত।
আদ্যোপান্ত সংশোধনপূর্ব্বক কাপিরাইট্ রেজিষ্ট্রী হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

বালকদিগের সংযুক্তবর্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সংযুক্ত বর্ণের উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণবিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরু, শিষ্য, উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষাবিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।

ক্রমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগের শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক; এজন্য, মধ্যে মধ্যে, এক একটী পাঠ দেওয়া গিয়াছে। অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় এরূপ বিষয় লইয়া, ঐ সকল পাঠ, অতি সরল ভাষায় সঙ্কলিত হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয়েরা উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য স্ব স্ব ছাত্রদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবেন।

কলিকাতা; সংস্কৃত কালেজ।
১লা আষাঢ়, সংবৎ ১৯১২। } শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

দ্বিষষ্টিতম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে, কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত, এবং চারিটী নূতন পাঠ সঙ্কলিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষভাগে, শিশুশিক্ষা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল তাহা নিষ্কাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা। সংবৎ ১৯৩৩ } শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

বর্ত্তমান সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ১৩০৩ সালে, আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া, তদীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের একটী সংস্করণ প্রকাশ করেন। উপস্থিত সংস্করণ সেই সংস্করণের অনুরূপ মাত্র; এবং, এক্ষণে, ইহাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ষ্টেটের বর্ত্তমান রিসিভার শ্রীযুক্ত পি, রায়-চৌধুরী মহোদয়ের অনুমোদিত ও প্রচলিত। শ্রীযুক্ত এ, টি, দেব মহোদয় ইহার স্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন। নিবেদন ইতি—

প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স।

প্রকাশক।

বর্ণপরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ।

সংযুক্ত বর্ণ।

য ফলা।

য ্য

ক য ক্য ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য।
খ য খ্য মুখ্য, অখ্যাতি, উপাখ্যান।
গ য গ্য ভাগ্য, যোগ্য, আরোগ্য।
চ য চ্য বাচ্য, বিবেচ্য, পদচ্যুত।
জ য জ্য রাজ্য, বিভাজ্য।
ট য ট্য নাট্য, কাপট্য, নৈকট্য।
ঠ য ঠ্য পাঠ্য, শাঠ্য।
ড য ড্য জাড্য

ঢ য ঢ্য আঢ্য, ধনাঢ্য ।

ণ য ণ্য পুণ্য, অরণ্য, লাবণ্য

ত য ত্য নিত্য, সত্য, হত্যা, মৃত্যু

থ য থ্য পথ্য, মিথ্যা

দ য দ্য অদ্য, বাদ্য, বিদ্যা, বিদ্যুৎ ।

ধ য ধ্য অসাধ্য, আরাধ্য ।

ন য ন্য অন্য, ধন্য, মান্য, শূন্য, অন্যায় ।

প য প্য রৌপ্য, আপ্যায়িত ।

ভ য ভ্য লভ্য, সভ্য, অভ্যাস ।

ম য ম্য রম্য, অগম্য, বৈষম্য ।

য় য য্য আতিশয্য, শয্যা ।

ল য ল্য বাল্য, তুল্য, মূল্য, কল্যাণ ।

ব য ব্য নব্য, দিব্য, তালব্য ।

শ য শ্য অবশ্য, আবশ্যক, শ্যামল ।

ষ য ষ্য দূষ্য, পোষ্য, শিষ্য ।

স য স্য নস্য, শস্য, আলস্য, ঔদাস্য ।

হ য হ্য সহ্য, বাহ্য, লেহ্য ।

১ম পাঠ।

১। কখনও কাহাকেও কুবাক্য বলিও না। কুবাক্য বলা বড় দোষ। যে কুবাক্য বলে, কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না।

২। সদা সত্য কথা বলিবে। যে সত্য কথা বলে, সকলে তাহাকে ভাল বাসে। যে মিথ্যা কথা বলে, কেহ তাহাকে ভাল বাসে না, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। তুমি কদাচ মিথ্যা কথা বলিও না।

৩। বাল্যকালে, মন দিয়া, লেখা পড়া শিখিবে। লেখা পড়া শিখিলে, সকলে তোমায় ভাল বাসিবে। যে লেখা পড়ায় আলস্য করে, কেহ তাহাকে ভাল বাসে না। তুমি, কখনও লেখা পড়ায় আলস্য করিও না।

৪। নিত্য যাহা পড়িবে, নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে। কল্য অভ্যাস করিব বলিয়া, রাখিয়া দিবে না। যাহা রাখিয়া দিবে, আর তাহা অভ্যাস করিতে পারিবে না।

৫। কদাচ পিতা মাতার অবাধ্য হইও না। তাঁহারা যখন যাহা বলিবেন, তাহা করিবে; কদাচ

তাহার অন্যথা করিও না। পিতা মাতার কথা না শুনিলে, তাঁহারা তোমায় ভাল বাসিবেন না।

৬। অবোধ বালকেরা সারা দিন খেলিয়া বেড়ায়, লেখা পড়ায় মন দেয় না। এজন্য তাহারা চির কাল দুঃখ পায়। যাহারা মন দিয়া লেখা পড়া শিখে, তাহারা চিরকাল সুখে থাকে।

র ফলা।

র ্র

ক	র	ক্র	বক্র, বিক্রয়, ক্রূর, ক্রোধ।
গ	র	গ্র	অগ্র, গ্রহণ, গ্রাম, অগ্রিম।
ঘ	র	ঘ্র	শীঘ্র, ঘ্রাণ, আঘ্রাণ।
জ	র	জ্র	বজ্র, বজ্রাঘাত।
ত	র	ত্র	গাত্র, মিত্র, ত্রাস, কৃত্রিম।
দ	র	দ্র	রৌদ্র, নিদ্রা, হরিদ্রা।
ধ	র	ধ্র	গৃধ্র, ধ্রুব।
প	র	প্র	প্রণয়, প্রাণ, প্রীতি, প্রেরণ।
ভ	র	ভ্র	শুভ্র, ভ্রমণ, ভ্রাতা, ভ্রূকুটি।
ম	র	ম্র	আম্র, তাম্র, নম্র।
ব	র	ব্র	ব্রণ, ব্রত।

শ র শ্র শ্রম, বিশ্রাম, আশ্রিত, শ্রীমান্।

স র স্র সহস্র, সংস্রব, স্রোত।

হ র হ্র হ্রদ, হ্রাস।

২য় পাঠ।

১। শ্রম না করিলে, লেখা পড়া হয় না। যে বালক শ্রম করে, সেই লেখা পড়া শিখিতে পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখা পড়া শিখিতে পারিবে।

২। যে বালক প্রত্যহ, মন দিয়া, লেখা পড়া শিখে, সে সকলের প্রিয় হয়। যদি তুমি প্রতিদিন মন দিয়া, লেখা পড়া শিখ, সকলে তোমায় ভাল বাসিবে।

৩। যখন পড়িতে বসিবে, অন্য দিকে মন দিবে না। অন্য দিকে মন দিলে, শীঘ্র অভ্যাস করিতে পারিবে না; অধিক দিন মনে থাকিবে না; পড়া বলিবার সময়, ভাল বলিতে পারিবে না।

৪। কখনও কাহারও সহিত কলহ করিও না। কলহ করা বড় দোষ। যে সতত সকলের সহিত কলহ করে, তাহার সহিত কাহারও প্রণয় থাকে না। সকলেই তাহার শত্রু হয়।

৫ পরের দ্রব্যে হাত দিও না। না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, চোর বলিয়া তাহাকে সকলে ঘৃণা করে। চোরকে কেহ কখনও প্রত্যয় করে না।

৬। যে চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে, ঝগড়া করে, গালাগালি দেয়, মারামারি করে, তাহাকে অভদ্র বলে। তুমি কদাচ অভদ্র হইও না; অভদ্র বালকের সংস্রবে থাকিও না। যদি তুমি অভদ্র হও, কিংবা অভদ্র বালকের সংস্রবে থাক, কেহ তোমাকে কাছে বসিতে দিবে না, তোমার সহিত কথা কহিবে না, সকলেই তোমায় ঘৃণা করিবে।

কাশী।

ল ফলা।

ল
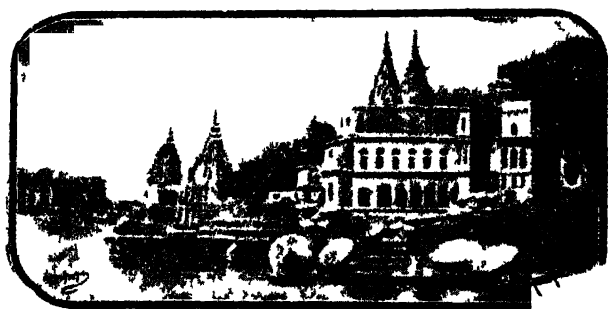
ক	ল	ক্ল	শুক্ল, ক্লীব, ক্লেশ।
গ	ল	গ্ল	গ্লানি।
প	ল	প্ল	বিপ্লব, প্লাবন, প্লীহা।
ম	ল	ম্ল	অম্ল, ম্লান, অম্লান।
ল	ল	ল্ল	পল্লব, উল্লাস, ভল্লুক।
শ	ল	শ্ল	শ্লাঘা, অশ্লীল, শ্লোক।
হ	ল	হ্ল	আহ্লাদ, আহ্লাদিত।

ব ফলা।

ব

ক	ব	ক্ব	পরিপক্ব।
জ	ব	জ্ব	জ্বর, জ্বালা।
ট	ব	ট্ব	খট্বা।
ত	ব	ত্ব	ত্বরা, সত্বর, মমত্ব, রাজত্ব।
দ	ব	দ্ব	দ্বার, দ্বিজ, দ্বীপ, দ্বেষ।

ধ ব ধ্ব ধ্বনি, ধ্বংস।

ন ব ন্ব অন্বেষণ।

ল ব ল্ব বিল্ব।

শ ব শ্ব অশ্ব, নিশ্বাস, আশ্বিন, শ্বেত।

স ব স্ব স্বভাব, আস্বাদ, তেজস্বী।

হ ব হ্ব জিহ্বা, আহ্বান।

৩য় পাঠ।

সুশীল বালক।

১। সুশীল বালক পিতা মাতাকে অতিশয় ভাল বাসে। তাঁহারা যে উপদেশ দেন, সে তাহা মনে করিয়া রাখে, কখনও ভুলিয়া যায় না। তাঁহারা যখন যে কাজ করিতে বলেন, সে সত্বর তাহা করে; যে কাজ করিতে নিষেধ করেন, কদাচ তাহা করে না।

২। সে মন দিয়া লেখা পড়া করে, কখনও অবহেলা করে না। সে সতত ভাবে, লেখা পড়া না শিখিলে, চিরকাল দুঃখ পাইব।

৩। সে আপন ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে বড় ভাল বাসে, কদাচ তাহাদের সহিত ঝগড়া করে না, তাহাদের গায়ে হাত তুলে না, খাবার দ্রব্য পাইলে, তাহাদিগকে না দিয়া, একাকী খায় না।

৪। সে কখনও মিথ্যা কথা বলে না। সে জানে, যাহারা মিথ্যা কথা বলে, কেহ তাহাদিগকে ভাল বাসে না, কেহ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করে না, সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করে।

৫। সে কখনও অন্যায় কাজ করে না। যদি দৈবাৎ করে, তাহার পিতা মাতা ধমকাইলে, সে রাগ করে না। সে এই মনে করে, অন্যায় কাজ করিয়াছিলাম, এজন্য পিতা মাতা ধমকাইলেন, আর কখনও এমন কাজ করিব না।

৬। সে কখনও কাহাকেও কটু বাক্য বলে না, কুকথা মুখে আনে না, কাহারও সহিত ঝগড়া ও মারামারি করে না, যাহাতে কাহারও মনে ক্লেশ হয়, কদাচ এমন কাজ করে না।

৭। সে কখনও পরের দ্রব্যে হাত দেয় না। জানে, না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে, চুরি করা

হয়। চুরি করা বড় দোষ, যাহারা চুরি করে, সকলে তাহাদিগকে ঘৃণা করে।

৮। সে কখনও আলস্যে কাল কাটায় না। যে সময়ের যে কাজ, মন দিয়া তাহা করে। সে লেখা পড়ার সময়, লেখা পড়া না করিয়া, খেলা করিয়া বেড়ায় না

৯। সে কখনও দুঃশীল বালকদিগের সহিত বেড়ায় না, তাহাদের সহিত খেলা করে না। সে মনে করে, দুঃশীলদিগের সহিত বেড়াইলে ও খেলা করিলে আমিও দুঃশীল হইয়া যাইব।

১০। সে যখন বিদ্যালয়ে থাকে, গুরু মহাশয় যে সময়ে যাহা করিতে বলেন, প্রফুল্ল মনে তাহা করে, কদাচ তাহার অন্যথা করে না। সে কখনও তাঁহার কথার অবাধ্য হয় না, এজন্য তিনি তাহাকে ভাল বাসেন।

ণ ফলা।

ণ ্ণ

ণ ণ ণ্ণ বিষণ্ণ, ষণ্ণবতি।

ষ ণ ষ্ণ কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, সহিষ্ণু

হ ণ হ্ণ পরাহ্ণ, অপরাহ্ণ

ন ফলা।

ন ্ন

গ ন গ্ন [illegible], মগ্ন, অগ্নি, আগ্নেয়।

ঘ ন ঘ্ন বিঘ্ন, কৃতঘ্ন, বিষঘ্ন।

ত ন ত্ন যত্ন, রত্ন, রত্নাকর।

ন ন ন্ন অন্ন, ভিন্ন, অবসন্ন, সন্নিধান।

ম ন ম্ন নিম্ন।

স ন স্ন স্নান, স্নেহ।

হ ন হ্ন চিহ্ন, জাহ্নবী, আহ্নিক

ম ফলা।

ম ্ম

ক	ম	ক্ম	রুক্ম, রুক্মিণী।
গ	ম	গ্ম	যুগ্ম, বাগ্মী।
ঙ	ম	ঙ্ম	বাঙ্ময়, পরাঙ্মুখ।
ণ	ম	ণ্ম	হিরণ্ময়।
ত	ম	ত্ম	দুরাত্মা, আত্মীয়।
দ	ম	দ্ম	পদ্ম, ছদ্মবেশ।
ন	ম	ন্ম	জন্ম, উন্মাদ, উন্মূলিত।
ম	ম	ম্ম	সম্মত, সম্মান, সম্মুখ।
ল	ম	ল্ম	গুল্ম, শাল্মলী।
শ	ম	শ্ম	শ্মশান, রশ্মি।
ষ	ম	ষ্ম	উষ্ম।
স	ম	স্ম	ভস্ম, স্মরণ, অকস্মাৎ, বিস্মৃত।
হ	ম	হ্ম	জিহ্ম, জিহ্মগ, জিহ্মিত।

৪র্থ পাঠ।

যাদব।

যাদব নামে একটি বালক ছিল, তাহার বয়স আট বৎসর। যাদবের পিতা, প্রতিদিন তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। লেখা পড়ায় যাদবের যত্ন ছিল না। সে, এক দিনও, বিদ্যালয়ে যাইত না; পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত।

বিদ্যালয়ের ছুটী হইলে, সকল বালক যখন বাড়ী যায়, যাদবও সেই সময়ে বাড়ী যাইত। তাহার পিতা মাতা মনে করিতেন, যাদব বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়া আসিল। এই রূপে, প্রতিদিন সে বাপ মাকে ফাঁকি দিত।

এক দিন যাদব দেখিল, ভুবন নামে একটি বালক পড়িতে যাইতেছে। সে তাহাকে বলিল, ভুবন, আজ তুমি পাঠশালায় যাইও না। এস, দুজনে মিলিয়া খেলা করি। পাঠশালার ছুটী হইলে, যখন সকলে বাড়ী যাইবে, আমরাও সেই সময়ে বাড়ী যাইব।

ভুবন বলিল, না ভাই, আমি খেলা করিব না।

সারাদিন খেলা করিলে, পড়া হবে না। কাল পাঠশালায় গেলে, গুরু মহাশয় ধমকাইবেন, বাবা শুনিলে রাগ করিবেন। আমি আর দেরি করিব না, পাঠশালায় যাই। এই বলিযা ভুবন চলিয়া গেল।

আর একদিন, যাদব দেখিল, অভয় নামে একটি বালক পড়িতে যাইতেছে। সে তাহাকে বলিল, অভয় আজ পড়িতে যাইও না। এস, দুজনে খেলা করি।

অভয় বলিল, না ভাই, তুমি বড় খারাপ ছোকরা; তুমি এক দিনও পড়িতে যাও না। তোমার সহিত খেলা করিলে আমিও তোমার মত খারাপ হইয়া যাইব। তোমার মত পথে পথে খেলিযা বেড়াইলে লেখা পড়া কিছু হবে না। কাল গুরু মহাশয় বলিয়াছেন, ছেলেবেলায়, মন দিযা লেখা পড়া না করিলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। এই বলিযা অভয় চলিয়া যায়। যাদব টানাটানি করিতে লাগিল। অভয় তাহার হাত ছাড়াইয়া, চলিয়া গেল। চলিয়া যাইবার সময় সে বলিল, আজ আমি তোমার সব কথা গুরু মহাশয়কে বলিয়া দিব।

অভয়, বিদ্যালয়ে গিয়া গুরু মহাশয়কে যাদবের কথা বলিয়া দিল। গুরু মহাশয় যাদবের পিতার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার ছেলে, এক দিনও পড়িতে আইসে না। প্রত্যহ পথে পথে খেলিয়া বেড়ায়। আপনিও পড়িতে আইসে না, এবং অন্য অন্য বালককেও আসিতে দেয় না।

যাদবের পিতা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধ করিলেন, তাহাকে অনেক ধমকাইলেন; বই, কাগজ, কলম, যা কিছু দিয়াছিলেন, সব কাড়িয়া লইলেন। সেই অবধি, তিনি যাদবকে ভাল বাসিতেন না, কাছে আসিতে দিতেন না, সম্মুখে আসিলে, দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন।
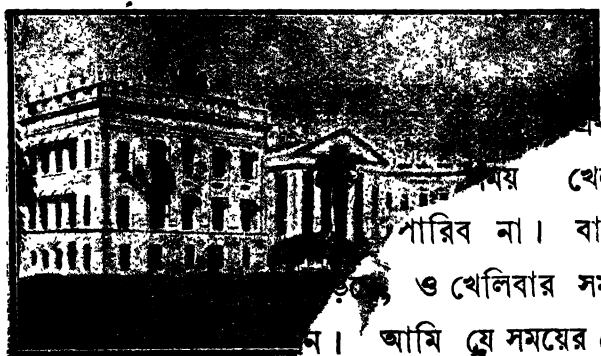
এখন ... ময় খেলা ... পারিব না। বাবা ... ও খেলিবার সময় ... ন। আমি যে সময়ের যে কাজ করি। এজন্য বাবা

বড় লা...

র

রেফ।

র ক র্ক তর্ক, কর্কশ, শর্করা।

র খ র্খ মূর্খ, মূর্খতা।

র গ র্গ দুর্গম, নির্গত, বিসর্গ।

র ঘ র্ঘ দীর্ঘ, মহার্ঘ, দুর্ঘট, নির্ঘাত।

র জ র্জ দুর্জন, নির্জন, নির্জীব।

র ঝ র্ঝ ঝর্ঝর, নির্ঝর।

র ণ র্ণ কর্ণ, বর্ণ, নির্ণয়।

র থ র্থ অর্থ, সমর্থ, সার্থক।

র দ র্দ নির্দয়, দুর্দৈব, নির্দোষ।

র ধ র্ধ নির্ধন, নির্ধূম।

র ন র্ন দুর্নাম, দুর্নিবার।

র প র্প সর্প, কার্পাস, অর্পিত, কর্পূর।

র ব র্ব দুর্বল, নির্বাত, দুর্বোধ।

লেখা নির্ভয়, নির্ভর, দুর্ভাবনা

এই বলিয়া নির্লোভ।

করিতে লাগিল। মর্শ।

চলিয়া গেল। চলিয়া র্ষা।

আজ আমি তোমার সব

বলিয়া দিব।

৫ম পাঠ।

নবীন।

নবীন নামে একটী বালক ছিল। তাহার বয়ঃক্রম নয় বৎসর। সে খেলা করিতে এত ভাল বাসিত যে, সারা দিন, পথে পথে খেলিয়া বেড়াইত, এক বারও লেখা পড়ায় মন দিত না। এজন্য সে কিছুই শিখিতে পারিত না। গুরু মহাশয় প্রতিদিন তাহাকে ধমকাইতেন। ধমকের ভয়ে, সে আর বিদ্যালয়ে যাইত না।

এক দিন, নবীন দেখিল, একটি বালক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইতেছে। সে তাহাকে বলিল, [illegible] ভাই, এস, দুজনে খানিক খেলা করি।

সে বলিল, আমি পড়িতে যাইতেছি, এখন খেলিতে পারিব না। পড়িবার সময় খেলা করিলে, লেখা পড়া শিখিতে পারিব না। বাবা আমাকে পড়িবার সময় পড়িতে ও খেলিবার সময় খেলিতে, বলিয়া দিয়াছেন। আমি যে সময়ের যে কাজ, সে সময়ে সে কাজ করি। এজন্য বাবা

আমাকে ভাল বাসেন। আমি তাঁর কাছে যখন যা চাই, তাই দেন। যদি এখন আমি পড়িতে না গিয়া, তোমার সহিত খেলা করি, বাবা আমাকে আর ভাল বাসিবেন না। তিনি বলিয়াছেন, লেখা পড়ায় অবহেলা করিয়া, সারাদিন খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। অতএব, আমি চলিলাম। এই বলিয়া সে সত্বর চলিয়া গেল।

নবীন খানিক দূর গিয়া দেখিল, একটি বালক চলিয়া যাইতেছে। তাহাকে বলিল, ভাই, তুমি কোথায় যাইতেছ। সে বলিল, বাবা আমাকে এক জিনিস আনিতে পাঠাইয়াছেন। তখন নবীন বলিল, তুমি খানিক পরে জিনিস আনিতে যাইবে। এখন এস, দুজনে মিলিয়া খানিক খেলা করি।

ঐ বালক বলিল, না ভাই, এখন আমি খেলিতে পারিব না। বাবা যে কাজ করিতে বলিয়াছেন, আগে তাহা করিব। বাবা বলিয়াছেন, কাজে অযত্ন করা ভাল নয়। আমি কাজের সময় কাজ করি, খেলার সময় খেলা করি। কাজের সময়, কাজ না করিয়া, খেলিয়া বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইব। আমি কখনও কাজে অমনোযোগ

করি না। যে সময়ের যে কাজ, সে সময়ে সে কাজ করি। আমি, তোমার কথা শুনিয়া, কাজে অবহেলা করিব না।

এই কথা শুনিয়া, নবীন সেখান হইতে চলিয়া গেল। খানিক গিয়া, এক রাখালকে দেখিয়া সে বলিল, আয় না ভাই, দুজনে মিলিয়া খেলা করি। রাখাল বলিল, আমি গরু চরাইতে যাইতেছি, এখন খেলা করিতে পারিব না। খেলা করিলে, গরু চরান হইবে না। প্রভু রাগ করিবেন, গালাগালি দিবেন। আমি কাজে অযত্ন করিব না। কাজের সময় কাজ করিব, খেলার সময় খেলা করিব। বাবা এক দিন বলিয়াছিলেন, কাজের সময় কাজ না করিয়া, সারাদিন খেলিয়া বেড়াইলে, চির কাল দুঃখ পাইতে হয়। তুমি যাও, এখন আমি খেলা করিতে পারিব না।

এই রূপে, ক্রমে ক্রমে, তিন জনের কথা শুনিয়া, নবীন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, সকলেই কাজের সময় কাজ করে। এক জনও, কাজে অবহেলা করিয়া, সারাদিন খেলিয়া বেড়ায় না। কেবল আমিই, সারা দিন, খেলা করিয়া বেড়াই।

সকলেই বলিল, কাজের সময় কাজ না করিয়া খেলিয়া বেড়াইলে, চির কাল দুঃখ পাইতে হয়। এজন্য তারা, সারা দিন, খেলা করিয়া বেড়ায় না। আমি যদি, লেখা পড়ার সময়, লেখা পড়া না করিয়া, কেবল খেলিয়া বেড়াই, তা হলে, আমি চির কাল দুঃখ পাইব। বাবা জানিতে পারিলে আর আমায় ভাল বাসিবেন না, মারিবেন, গালাগালি দিবেন, কখন কিছু চাহিলে দিবেন না; আমি আর লেখা পড়ায় অবহেলা করিব না। আজ অবধি, লেখা পড়ার সময়, লেখা পড়া করিব।

এই ভাবিয়া, সেই দিন অবধি, নবীন লেখা পড়ায় মনোযোগ করিল। তার [illegible] আর সারা দিন খেলা করিয়া বেড়াইত না। কিছু দিনের মধ্যেই, নবীন অনেক শিখিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া সকলে নবীনের প্রশংসা করিতে লাগিল। এইরূপে, লেখা পড়ায় যত্ন হওয়াতে, নবীন, ক্রমে ক্রমে, অনেক বিদ্যা শিখিয়াছিল।

অমিশ্র সংযোগ—দুই অক্ষরে।

ক	ক	ক্ক	চিক্কণ, ধিক্কার, কুক্কুট।
ক	ত	ক্ত	রক্ত, শক্ত, বক্তা, ভক্তি।
ক	ষ	ক্ষ	ভক্ষণ, লক্ষণ, পরীক্ষা, রক্ষিত।
গ	ধ	গ্ধ	দগ্ধ, দুগ্ধ, মুগ্ধ।
ঙ	ক	ঙ্ক	অঙ্ক, শঙ্কা, অঙ্কুর, সঙ্কেত।
ঙ	খ	ঙ্খ	শঙ্খ, শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খল।
ঙ	গ	ঙ্গ	অঙ্গ, অঙ্গার, সঙ্গীত, অঙ্গুলি।
ঙ	ঘ	ঙ্ঘ	লঙ্ঘন, জঙ্ঘা।
চ	চ	চ্চ	উচ্চ, উচ্চারণ।
চ	ছ	চ্ছ	তুচ্ছ, আচ্ছাদন।
চ	ঞ	চ্ঞ	যাচ্ঞা।
জ	জ	জ্জ	কজ্জল, লজ্জা, সজ্জিত।
জ	ঝ	জ্ঝ	কুজ্ঝটিকা।
জ	ঞ	জ্ঞ	বিজ্ঞ, আজ্ঞা, অজ্ঞান।
ঞ	চ	ঞ্চ	অঞ্চল, সঞ্চার, বঞ্চিত।
ঞ	ছ	ঞ্ছ	লাঞ্ছনা, বাঞ্ছা, লাঞ্ছিত।
ঞ	জ	ঞ্জ	অঞ্জলি, পঞ্জিকা।
ট	ট	ট্ট	চট্ট, ভট্ট, অট্টালিকা।
ড়	গ	ড়্গ	খড়্গ।

ণ	ট	ণ্ট	কণ্টক, বণ্টন, ঘণ্টা।
ণ	ঠ	ণ্ঠ	কণ্ঠ, উৎকণ্ঠা, কুণ্ঠিত।
ণ	ড	ণ্ড	খণ্ড, চণ্ডাল, পণ্ডিত, গণ্ডূষ।
ত	ত	ত্ত	উত্তম, উত্তাপ, আবৃত্তি।
ত	থ	ত্থ	উত্থান, উত্থাপন, উত্থিত।
দ	গ	দ্গ	মুদ্গর, মদ্গুর।
দ	ঘ	দ্ঘ	উদ্ঘাটন, উদ্ঘাটিত।
দ	দ	দ্দ	উদ্দেশ।
দ	ধ	দ্ধ	বৃদ্ধ, উদ্ধার, বুদ্ধি।
দ	ভ	দ্ভ	সদ্ভাব, উদ্ভিদ, উদ্ভুত।
ন	ত	ন্ত	দন্ত, চিন্তা, জন্তু*, কিন্তু, সন্তোষ।
ন	থ	ন্থ	মন্থন, পন্থা।
ন	দ	ন্দ	আনন্দ, মন্দির, সিন্দূর, সন্দেহ।
ন	ধ	ন্ধ	অন্ধ, সন্ধান, বন্ধু।
প	ত	প্ত	তপ্ত, লিপ্ত, তৃপ্তি, দীপ্তি।
ব	জ	ব্জ	অব্জ, কুব্জ।
ব	দ	ব্দ	শব্দ, শকাব্দা, শাব্দিক।
ব	ধ	ব্ধ	লব্ধ, লুব্ধ, আরব্ধ।
ম	প	ম্প	কম্পা, সম্পদ, সম্পাদন, কম্পিত।

* ন্ত এবং স্ত হ্রস্ব উকারযোগে ন্তু স্তু এইরূপ আকৃতি হয়।

ম	ফ	স্ফ	লম্ফ।
ম	ব	ম্ব	কম্বল, বিলম্ব, সম্বোধন।
ম	ভ	ম্ভ	আরম্ভ, রম্ভা, গম্ভীর।
ল	ক	ল্ক	শল্ক, বল্কল, উল্কাপাত।
ল	গ	ল্গ	বল্গা, ফাল্গুন।
ল	প	ল্প	অল্প, গল্প, কল্পনা, কল্পিত।
শ	চ	শ্চ	নিশ্চয়, পশ্চাৎ, পশ্চিম।
শ	ছ	শ্ছ	শিরশ্ছেদ।
ষ	ক	ষ্ক	শুষ্ক, পরিষ্কার।
ষ	ট	ষ্ট	কষ্ট, দুষ্ট, অষ্টাহ, সুমিষ্ট।
ষ	ঠ	ষ্ঠ	কনিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, নিষ্ঠুর।
ষ	প	ষ্প	পুষ্প, নিষ্পীড়ন।
ষ	ফ	ষ্ফ	নিষ্ফল, নিষ্ফলতা।
স	ক	স্ক	তস্কর, নমস্কার, পুরস্কৃত।
স	খ	স্খ	স্খলন, স্খলিত।
স	ত	স্ত	হস্ত, নিস্তার, বস্ত্র, নিস্তেজ।
স	থ	স্থ	সুস্থ, স্থান, অস্থি, স্থূল।
স	প	স্প	বাস্প, আস্পদ, পরস্পর।
স	ফ	স্ফ	স্ফটিক, আস্ফালন, স্ফীত।

ষষ্ঠ পাঠ।

মাধব।

মাধব নামে একটি বালক ছিল। তাহার বয়স দশ বৎসর। তাহার পিতা তাহাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে দিয়াছিলেন। সে প্রতিদিন বিদ্যা-লয়ে যাইত, এবং মন দিয়া লেখা পড়া শিখিত; কখনও, কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করিত না; এজন্য, সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত।

এ সকল গুণ থাকিলে কি হয়, মাধবের একটী মহৎ দোষ ছিল। সে, পরের দ্রব্য লইতে, বড় ভাল বাসিত। সুযোগ পাইলেই, কোনও দিন কোনও বালকের পুস্তক লইত, কোনও দিন কোনও বালকের কলম লইত, কোনও দিন কোনও বালকের কাগজ লইত, কোনও দিন কোনও বালকের ছুরি লইত। এইরূপে, প্রায় প্রতিদিন, সে এক এক বালকের এক এক দ্রব্য অপহরণ করিত

মাধব যে বালকের কোনও দ্রব্য লইত,

সে শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে গিয়া বলিত, মহাশয়, আমার অমুক দ্রব্য কে লইয়াছে। মাধব, চুরি করিয়া এমন লুকাইয়া রাখিত যে, শিক্ষক মহাশয়, অনেক চেষ্টা করিয়াও, তাহার সন্ধান করিতে পারিতেন না। কে চুরি করিয়াছে, স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি সকল বালককেই তিরস্কার করিতেন।

প্রত্যহ গালাগালি খাইয়া, কতিপয় বালক পরামর্শ করিল, আজ অবধি আমরা সতর্ক থাকিব; দেখিব, কে চুরি করে। দুই তিন দিনের মধ্যেই তাহারা মাধবকে চোর বলিয়া ধরিয়া দিল। মাধব, সে দিন, এক বালকের এক খানি পুস্তক লইয়াছিল। শিক্ষক মহাশয়, চোর বলিয়া, তাহাকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। তখন মাধব বলিল, আমি চুরি করি নাই, ভুলিয়া লইয়াছিলাম। শিক্ষক মহাশয়, সে দিন তাহাকে ক্ষমা করিলেন, বলিয়া দিলেন, তুমি, আর কখনও, কাহারও দ্রব্যে হস্তার্পণ করিও না। মাধব বলিল, আমি, আর কখনও কাহারও কোনও দ্রব্যে হাত দিব না।

দুই তিন দিন, কাহারও কোনও দ্রব্য, হারাইল না। পরে, পুনরায়, বিদ্যালয়ের বালকদিগের দ্রব্য হারাইতে লাগিল। মাধব, পুনরায়, চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বারেও, শিক্ষক মহাশয়, তাহাকে ক্ষমা করিলেন, এবং অনেক বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন, যদি তুমি পুনরায় চুরি কর, তোমাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। সে বলিল, আমি আর কখনও চুরি করিব না। আর চুরি করিব না বলিয়া, সে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিল বটে, কিন্তু কয়েক দিন পরে, পুনরায় চুরি করিল, এবং চোর বলিয়া ধরা পড়িল।

এই রূপে বারংবার চুরি করাতে, শিক্ষক মহাশয়, তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাহার পিতা, এই সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, যথেষ্ট তিরস্কার ও বিলক্ষণ প্রহার করিলেন। কিছু দিন পরে, তিনি তাহাকে আর এক বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন। সে সেখানেও চুরি করিতে লাগিল। সে বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়, অতিশয় তিরস্কার ও প্রহার করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, তাহার পিতার মনে অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বাল্যকাল হইতে চুরি অভ্যাস করিয়া, মাধব আর সে অভ্যাস ছাড়িতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে যত বড় হইতে লাগিল, ততই তাহার ঐ প্রবৃত্তি বাড়িতে লাগিল। সে সুযোগ পাইলেই, কাহারও বাটীতে প্রবেশ করিয়া, চুরি করিত। এজন্য যে দেখিত, সেই তাহাকে ঘৃণা করিত। কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিত না। কাহারও বাটীতে গেলে, সে তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত।

মাধবের দুঃখের সীমা ছিল না। সে খাইতে না পাইয়া, পেটের জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া, দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইত, তথাপি তাহার প্রতি, কাহারও স্নেহ বা দয়া হইত না।

মিশ্র সংযোগ—তিন অক্ষরে।

ক	ষ	ণ	ক্ষ্ণ	তীক্ষ্ণ।
ক	ষ	ম	ক্ষ্ম	সূক্ষ্ম, লক্ষ্মী।
ঙ	ক	ষ	ঙ্ক্ষ	আকাঙ্ক্ষা, সংক্ষেপ।
জ	জ	ব	জ্জ্ব	উজ্জ্বল।
ত	ত	র	ত্ত্র	পুত্ত্র, ছত্ত্র, ছাত্ত্র।
ত	ত	ব	ত্ত্ব	তত্ত্ব, মহত্ত্ব।
ত	ম	য	ত্ম্য	দৌরাত্ম্য, মাহাত্ম্য।
ন	ত	র	ন্ত্র	তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্র, মন্ত্রী।
ন	ত	ব	ন্ত্ব	সান্ত্বনা।
ন	দ	র	ন্দ্র	চন্দ্র, তন্দ্রা, ইন্দ্রিয়।
ন	ধ	য	ন্ধ্য	বিন্ধ্য, বন্ধ্যা, সন্ধ্যা।
ন	ন	য	ন্ন্য	সন্ন্যাসী।
ম	প	র	ম্প্র	সম্প্রদায়, সম্প্রতি।
ম	ভ	র	ম্ভ্র	সম্ভ্রম, সম্ভ্রান্ত।
র	চ	চ	র্চ্চ	অর্চ্চনা, চর্চ্চা।
র	চ	ছ	র্চ্ছ	মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছিত।
র	জ	জ	র্জ্জ	গর্জ্জন, উপার্জ্জন, বর্জ্জিত।
র	দ	দ	র্দ্দ	কর্দ্দম, দুর্দ্দিন, নির্দ্দেশ।
র	দ	ধ	র্দ্ধ	অর্দ্ধ, অর্দ্ধাশন, নির্দ্ধারিত।

র্	ম	ম	র্ম্ম	কর্ম্ম, ধর্ম্ম, নির্ম্মাণ, নির্ম্মল
র	য	য	র্য্য	কার্য্য, ধৈর্য্য, মর্য্যাদা।
র	ব	ব	র্ব্ব	খর্ব্ব, পর্ব্ব, গর্ব্বিত।
র	শ	ব	র্শ্ব	পার্শ্ব।
ষ	ট	র	ষ্ট্র	উষ্ট্র, রাষ্ট্র।
ষ	প	র	ষ্প্র	দুষ্প্রবেশ।
স	ত	র	স্ত্র	অস্ত্র, বস্ত্র, শাস্ত্র, স্ত্রী।

মিশ্র সংযোগ—চারি অক্ষরে।

র	দ	ধ	ব	র্দ্ধ্ব	ঊর্দ্ধ্ব, মূর্দ্ধা।

হাবড়ার পোল।

৭ম পাঠ।

রাম।

রাম বড় সুবোধ। সে কদাচ পিতা মাতার কথার অবাধ্য হয় না। তাঁহারা রামকে যখন যাহা করিতে বলেন, সে তৎক্ষণাৎ তাহা করে, কদাচ তাহার অন্যথা করে না। তাঁহারা যাহা করিতে একবার নিষেধ করেন, সে আর কখনও তাহা করে না। এজন্য তাহার পিতা মাতা তাহাকে অতিশয় ভাল বাসেন।

রাম আপন ভাই ভগিনী গুলির উপর অতিশয় সদয়। বড় ভাই ও বড় ভগিনীদিগের কথা শুনে, কখনও তাঁহাদের অনাদর করে না, ছোট ভাই ও ছোট ভগিনীদিগকে অতিশয় ভাল বাসে, কখনও তাহাদিগকে বিরক্ত করে না, তাহাদের গায়ে হাত তুলে না।

রাম যে সকল সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে খেলা করে, তাহাদের সকলকেই আপন ভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসে, কদাচ তাহাদের সহিত ঝগড়া বা মারামারি করে না। যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট

হয়, সে সর্ব্বদা সেইরূপ কর্ম্ম করে; যাহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হয়, কদাচ সেরূপ কর্ম্ম করে না। এজন্য, তাহারা সকলেই রামকে অতিশয় ভাল বাসে। রামকে দেখিলে, তাহাদের বড় আহ্লাদ হয়।

লেখা পড়ায় রামের বড় যত্ন। সে কখনও, সে বিষয়ে উপেক্ষা করে না। সে আপন শিক্ষকদিগকে অতিশয় ভক্তি করে। তাঁহারা যখন যে উপদেশ দেন, সে তাহা মন দিয়া শুনে, কদাচ তাহা বিস্মৃত হয় না।

রাম কখনও কোনও মন্দ কর্ম্ম করে না। দৈবাৎ যদি করে, একবার বারণ করিলে, আর কখনও সেরূপ করে না। যদি তাহার পিতা মাতা, অথবা শিক্ষক বলেন, রাম, তুমি বড় মন্দ কর্ম্ম করিয়াছ; সে বলে, আমি না বুঝিয়া করিয়াছি, আর কখনও এমন কর্ম্ম করিব না, এবার আমায় ক্ষমা করুন। তার পর, রাম আর কদাচ তেমন কর্ম্ম করে না।

যাহা শুনিলে, লোকের মনে ক্লেশ হয়, রাম কখনও কাহাকেও সেরূপ কথা বলে না; সে

কখনও কাণাকে কাণা, বা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিয়া ডাকে না। কাণাকে কাণা, বা খোঁড়াকে খোঁড়া বলিলে, তাহারা বড় দুঃখিত হয়। এজন্য কাহারও ওরূপ বলা উচিত নয়। রামের মুখে কেহ কখনও কটু, অপ্রিয়, বা অশ্লীল কথা শুনিতে পায় না।

৮ম পাঠ।

পিতা মাতা।

দেখ বালকগণ, পৃথিবীতে পিতা মাতা অপেক্ষা বড় কেহই নাই। তাঁহারা, কত যত্নে, কত কষ্টে, তোমাদের লালন পালন করিয়াছেন। তাঁহারা সেরূপ যত্ন ও সেরূপ কষ্ট না করিলে, কিছুতেই তোমাদের প্রাণরক্ষা হইত না।

তাঁহারা তোমাদিগকে যেরূপ ভাল বাসেন, পৃথিবীতে আর কেহ তোমাদিগকে সেরূপ ভাল বাসেন না। কিসে তোমাদের সুখ ও আহ্লাদ হয়, তাঁহারা সর্ব্বদা সে চেষ্টা করেন। তোমাদের

সুখ ও আহ্লাদ দেখিলে, তাঁহাদের যেরূপ সুখ ও আহ্লাদ হয়, আর কাহারও সেরূপ হয় না।

তাঁহারা তোমাদের উপর যত সদয়, আর কেহ সেরূপ নহেন। যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়, সে বিষয়ে তাঁহারা সতত কত যত্ন করেন। তোমাদের বিদ্যা হইলে, চির কাল সুখে থাকিতে পারিবে, এজন্য, তোমাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন। তোমরা মন দিয়া লেখা পড়া শিখিলে, তাঁহাদের কত আহ্লাদ হয়।

তাঁহারা, দয়া করিয়া, তোমাদিগকে খাওয়া পরা না দিলে, তোমাদের ক্লেশের সীমা থাকিত না। উপাদেয় বস্তু পাইলে, আপনারা না খাইয়া, তোমাদিগকে দেন। ভাল বস্ত্র পরিলে, তোমরা আহ্লাদিত হও, এজন্য তোমাদিগকে ভাল ভাল বস্ত্র কিনিয়া দেন।

তোমাদের পীড়া হইলে, তাঁহাদের মনে কত কষ্ট ও কত দুর্ভাবনা হয়। তোমাদের পীড়া-শান্তির নিমিত্ত, কত চেষ্টা ও কত যত্ন করেন। যাবৎ তোমরা সুস্থ হইয়া না উঠ, তাবৎ তাঁহারা স্থির ও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তোমরা

সুস্থ হইয়া উঠিলে, তাঁহাদের আহ্লাদের সীমা থাকে না।

অতএব, তোমরা কদাচ পিতা মাতার অবাধ্য হইবে না। তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা করিবে। যাহা করিতে নিষেধ করেন, তাহা কখনও করিবে না। যাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন, সর্ব্বদা সে চেষ্টা করিবে। যাহাতে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন, কদাচ তাহা করিবে না। যাহারা এইরূপে চলে, তাহাদিগকে সুসন্তান বলে। সুসন্তান হইলে পিতা মাতার সুখের ও আহ্লাদের সীমা থাকে না।

তাজমহল।
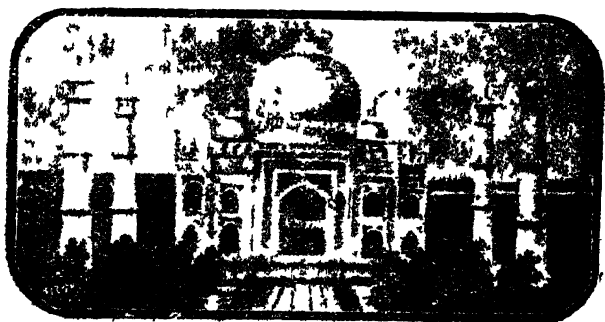
৯ম পাঠ।

সুরেন্দ্র।

সুরেন্দ্র, আমার কাছে এস; তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিব। এই কথা শুনিয়া, সুরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, আমি শুনিলাম, তুমি, পুষ্করিণীর পাড়ে দাঁড়াইয়া, ডেলা ছুড়িতেছিলে; ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমায় জিজ্ঞাসা করি, ঐ কথা যথার্থ কি না।

সুরেন্দ্র বলিল, হাঁ মহাশয়, যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সত্য; আমি ডেলা ছুড়িয়াছিলাম। ডেলা ছুড়িলে যে কোন দোষ হয়, আমি তাহা মনে করি নাই। গাছের ডালে একটী পাখী বসিয়াছিল; তাহাকে মারিবার জন্য, ডেলা ছুড়িয়াছিলাম।

এই কথা শুনিয়া, শিক্ষক বলিলেন, সুরেন্দ্র, তুমি অতি অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ। পাখী তোমার কোন ক্ষতি করে নাই; কি জন্য তাহাকে ডেলা মারিতে গেলে। যদি তাহার গায়ে ডেলা

লাগিয়া থাকে, সে কত কষ্ট পাইয়াছে। যদি আর কেহ ডেলা ছুড়ে, আর ঐ ডেলা তোমার গায়ে লাগে, তোমার কত কষ্ট হয়। তোমায় বারণ করিতেছি, তুমি পাখী বা আর কোনও জন্তুকে কখনও ডেলা মারিও না।

সুরেন্দ্র শুনিয়া অতিশয় লজ্জিত হইল; এবং বলিল, মহাশয়, আমি আর কখনও কোনও জন্তুকে ডেলা মারিব না। অনেক বালক ঐরূপ করে; তাহা দেখিয়া, আমিও ঐরূপ করিয়াছিলাম। এখন বুঝিতে পারিলাম, ডেলা ছোড়া ভাল নয়।

তখন শিক্ষক বলিলেন, তোমার এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু তুমি, যে পাখীকে লক্ষ্য করিয়া, ডেলা ছুড়িয়াছিলে, উহার গায়ে ঐ ডেলা লাগে নাই। নিকটে একটি বালক দাঁড়াইয়া ছিল; ডেলা তাহার মাথায় লাগিয়া রক্তপাত হইয়াছে। চক্ষুতে লাগিলে, সে এ জন্মের মত, কাণা হইয়া যাইত। বালকটি কাতর হইয়া কত রোদন করিতেছে। অতএব দেখ, ডেলা ছোড়ায় কত দোষ।

সুরেন্দ্র শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল; এবং আমি বড় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পরে, সে বলিল, মহাশয়, না বুঝিয়া, আমি এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। আপনার সমক্ষে বলিতেছি, আর কখনও এমন কর্ম্ম করিব না। এবার আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

শিক্ষক শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; এবং বলিলেন, সুরেন্দ্র, তুমি যে দোষ করিয়া, স্বীকার করিলে, ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। দেখিও, ডেলা ছোড়া ভাল নয়, এ কথা যেন ভুলিয়া না যাও।

১০ম পাঠ।

চুরি করা কদাচ উচিত নয়।

না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি করা বড় দোষ। যে চুরি করে, তাহাকে চোর বলে। চোরকে কেহ বিশ্বাস করে না। চুরি

করিয়া ধরা পড়িলে, চোরের দুর্গতির সীমা থাকে না। বালকগণের উচিত, কখনও চুরি না করে। পিতা মাতা প্রভৃতির কর্ত্তব্য, পুত্র প্রভৃতিকে কাহারও কোনও দ্রব্য চুরি করিতে দেখিলে, তাহাদের শাসন করেন; এবং চুরি করিলে কি দোষ হয়, তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন।

একদা, একটি বালক বিদ্যালয় হইতে, অন্য এক বালকের এক খানি পুস্তক চুরি করিয়া আনিয়াছিল। অতি শৈশব কালে, ঐ বালকের পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তাহার মাসী লালন-পালন করিয়াছিলেন। তিনি, তাহার হস্তে ঐ পুস্তক খানি দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভুবন, তুমি এই পুস্তক কোথায় পাইলে। সে বলিল, বিদ্যালয়ের এক বালকের পুস্তক। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভুবন ঐ পুস্তক খানি চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তিনি পুস্তক ফিরিয়া দিতে বলিলেন না, এবং ভুবনের শাসন, বা ভুবনকে চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না।

ইহাতে ভুবনের সাহস বাড়িয়া গেল। সে যত দিন বিদ্যালয়ে ছিল, সুযোগ পাইলেই

চুরি করিত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে, সে বিলক্ষণ চোর হইয়া উঠিল। সকলেই জানিতে পারিল, ভুবন বড় চোর হইয়াছে। কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইলে, সকলে তাহাকেই চোর বলিয়া সন্দেহ করিত। যদি ভুবন অন্য লোকের বাটীতে যাইত, পাছে সে কিছু চুরি করে, এই ভয়ে তাহারা অতিশয় সতর্ক হইত; এবং, যথোচিত তিরস্কার ও প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া, তাহাকে তাড়াইয়া দিত।

কিছু কাল পরে, ভুবন চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বহু কাল চোর হইয়াছে, এবং অনেকের অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছে, তাহা সপ্রমাণ হইল। বিচারকর্ত্তা ভুবনের ফাঁসির আজ্ঞা দিলেন। তখন ভুবনের চৈতন্য হইল। যে স্থানে অপরাধীদিগের ফাঁসি হয়, তথায় লইয়া গেলে পর, ভুবন রাজপুরুষদিগকে বলিল, তোমরা দয়া করিয়া, এ জন্মের মত, এক বার আমার মাসীর সঙ্গে দেখা করাও।

ভুবনের মাসী ঐ স্থানে আনীত হইলেন; এবং ভুবনকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে

কাঁদিতে, তাহার নিকটে গেলেন। ভুবন বলিল, মাসি, এখন আর কাঁদিলে কি হইবে। নিকটে এস, কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর, ভুবন তাঁহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গেল; এবং, জোরে কামড়াইয়া, দাঁত দিয়া তাঁহার একটি কান কাটিয়া লইল; পরে সে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, মাসি, তুমিই আমার এ ফাঁসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে, আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য, তোমার এই পুরস্কার।

সম্পূর্ণ।

Printed by A. T. Majumdar at the B. P. M's Press
22/5B Jhamapooker Lane, Calcutta, 1930.
3rd, Edition.

বিদ্যাসাগর বাটী।